প্রথম আলো

তারিখ: 17 FEB 2017

লালমাটিয়া মহাবিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সপ্তাহ সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ছোট ছোট টেবিলে নানা রকম খাবার সাজানো। টেবিলগুলোই একেকটি স্টল। হাসনাহেনা, চন্দ্রমল্লিকা, কোকিল, দোলনচাঁপাসহ বাহারি তাদের নাম। নাচের পোশাকে ঘুরছেন কেউ। মুঠোফোনে ক্যামেরার বিরতি নেই। উৎসবমুখর পরিবেশ। লালমাটিয়া মহিলা মহাবিদ্যালয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার ছিল বার্ষিক সাংস্কৃতিক সপ্তাহের শেষ দিন।

'ফাগুনে আগুন লেগেছে বনে বনে' স্লোগানে এ সাংস্কৃতিক উৎসব ছিল তিন দিনব্যাপী। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম। প্রতিযোগিতা হয় ১৯টি বিভাগে। এর মধ্যে নৃত্য, সংগীত, কবিতা আবৃত্তি, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বই আলোচনা, গল্প বলাসহ অনেকগুলো বিষয় ছিল।

গতকাল শেষ দিনে দেখা যায়, একজন শিক্ষার্থী *আমার বন্ধু রাশেদ* বইয়ের ওপর আলোচনা করছেন। বাকিরা মনোযোগী শ্রোতা। সাংস্কৃতিক সপ্তাহের সহ-আহ্বায়ক ও সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষক সম্পা দাস বললেন, শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। প্রতিবছরই এ ধরনের আয়োজন এই কলেজে হয়।

ফুচকা, শন পাপড়ি, নুডলস ও নানা রকম পিঠা সাজিয়ে বসেছেন তিন বান্ধবী। তাঁদের একজন ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী সুরাইয়া আক্তার বলেন, 'বছরে এ রকম অনুষ্ঠান হলে সব ইয়ার ও বিভাগের মেয়েদের সঙ্গে দেখা হয়। শিক্ষকেরাও অনেক আন্তরিক থাকেন।'

অনুষ্ঠান চলাকালেই কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও অভিনেত্রী তারিন জাহান উপস্থিত হন। তিনি বলেন, এখান থেকেই তিনি উচ্চমাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর শেষ করেছেন। তিনি আরও বলেন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে থাকলে চিন্তাধারা ও মানসিকতার বিকাশ ঘটে। তিনি এ ধরনের একটি কোর্সও চালু হতে পারে বলে মন্তব্য করেন। তারিনের কথা চলাকালেই উপস্থিত হন আরেক প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও অভিনেত্রী তানভিন সুইটি। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন আরও দুই অভিনয়শিল্পী রোকেয়া প্রাচী ও দীপা খন্দকার উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী।

অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম বলেন, কলেজের অনেক শিক্ষার্থী এখন দেশ-বিদেশে নিজেদের নাম উজ্জ্বল করেছেন। সাংস্কৃতিক চর্চা এখানে সব সময়ই ছিল। এটা কুসংস্কার দূর করে এবং মনে শক্তি সঞ্চয় করে।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে জয়ী ৮০ জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। নৃত্যে বিজয়ীদের হাতে অভিনয়শিল্পী তারিন পুরস্কার তুলে দেন। বাকিদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন কলেজের অধ্যক্ষ।